সৃজন সেন-এর কবিতা

ফটিক ঘোষ

মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন সাধনা ও সৃজন সেন-এর কবিতা

শোক থেকেই জন্ম নিয়েছিল শ্লোক-কবিতা। সেই শোকে ক্রোধও ছিল সমপরিমাণ। যদিও সে ক্রোধের কথা প্রায়ইঅনুল্লিখিত থাকে। আদি কবি জীবন ও প্রেমের প্রতি মমত্ববোধ যখন পরিপূর্ণ-ক্রৌঞ্চ মিথুনের সুখে,তখন সে নিষাদ সেই জীবনের অনন্ত আস্বাদনে আঘাত হেনেছিল--প্রত্যাঘাত হানতে বাধ্য হয়েছিল ঋষি কবিও। তবে কিনা নিষাদের মতো শর নিক্ষেপ করেন নি তিনি। পরিবর্তে যে বান হেনেছিলেন--তা বাণী হয়ে অমরত্ব লাভ করলো। কেবল শোক নয়-ক্রোধ ছিল বলেই কবি দুঃখে কাতর হলেন না--অভিশাপও দিলেন--'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতী সমাঃ।' অসির চেয়ে মসী বড়--এসত্য সেদিন থেকে বুর্জোয়া দাস প্রথার মাধ্যম পর্যন্ত সাফল্যের স্বাক্ষর চিহ্নিত। ছয়ের দশকের শেষ ভাগে--ভারতবর্ষে বিপ্লবী কমিউনিষ্ট আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে--নকশালবাড়ীতে এবং তাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে দিন বদলের কর্মযজ্ঞ শু হলো এবং বিবিধ কারণে অচিরে ব্যর্থ হলো--তার গভীর প্রভাব পড়লো সাহিত্যেও। বন্যার জল সরে গেলে দেখা গেল সবটুকু ফেনিল উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস ছিল না। কেননা, জমে যাওয়া পলিতে তার মধ্যেই সৃষ্ট হয়ে উঠেছে সাহিত্য--বিশেষতঃ কবিতা। বিপ্লব সফল হয় নি। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পর জয়ীহলো যারা তারা ঘোষণা করলো এর মৃত্যু। তবু অসি ছেড়ে অথবা অসি-মসীর মিলন প্রয়াসে গড়ে উঠলো এক নতুনসাহিত্য ধারা--ভাবে আঙ্গিকে। সেই ধারার বহু পল্লবিত বিচিত্র শাখার অন্যতম সম্ভাবনা সৃজন সেন।

বস্তুত পক্ষে বিপ্লবী আন্দোলনে নকশালবাড়ি পর্বের যজ্ঞাগ্নিতেই সৃজন সেনের কবিতার আবির্ভাব। এবং পরিপুষ্টি লাভ। সেই সময়-দর্শন-স্বপ্ন অথবা স্বপ্নভঙ্গ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ধারা ও ভুল ভ্রান্তির দলিল সেই কাব্য কলা সেই কবিতা থেকে ইতিহাসখুঁজে পাওয়া যায়-আর সেই ইতিহাসই তাঁর কবিতার মূল চালিকা শক্তি। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'থানা গারদ থেকে মাকে'-এই ধারার কাব্যচর্চার দিক নির্দেশক--অগ্রদূত। কবিতার চিরাচরিত ধারণাকে, তার অবয়ব সংস্থান, নির্মাণ প্রক্রিয়া, ভাষা শব্দ ছন্দের শুচিবাইকে সদর্পে অস্বীকার করে তার যাত্রা-দৃঢ় পদক্ষেপ। বইটির একাধিক সংস্করণ, সেই ধারার যেমন তেমনি 'অকবি' সৃজন সেনের এবং তাঁর 'অকবিতার'ধারণাকেও আঘাত করে শিল্প-সাহিত্য, কাব্যমূল্য এবং সবার উর্ধে জীবন চেতনাকে উদ্ভাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাচীন আলংকারিকদের সেই কথা--রস--কবির হাতে নেই, পুঁথিতে নেই--আছে পাঠকের মনে।

উক্ত কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় যা ব্যক্ত এবং যেভাবে ব্যক্ত তাতে আমাদের কবির মূল ও প্রধান ভাবও সুরের চিহ্ন আছে। সে কথায় আমরা পরে আসছি। কিন্তু এ বাদ দিয়েও তাঁর শাণিত ব্যঙ্গ এবং প্রেম চেতনার বহু মাত্রিক অভিব্যক্তির বিচিত্র স্বাদও সেই কাব্য গ্রন্থের নানা কবিতায় আছে। যার থেকে কবির মানসলোকে--দর্শন জীবন বোধ-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা মেলে। বস্তুত সময়ের বিবর্তনে--আবহমান কাব্য ধারায় সেই ভাবনারই বিবর্তিত অথচ মূল স্বপ্ন ও সংগ্রাম প্রতীতি একেবারেই অপরিবর্তিত রয়ে যায়।মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু, স্মৃতি বিস্মৃতির কবিতা, হূল, গোপন লিরিক--কোথায় অবিরত যাত্রা ছাড়া স্বপ্ন ও বিশ্বাস থমকে দাঁড়ায় না। একটি ভোরের স্বপ্ন বুকে, সব মানুষের জন্য সুনির্মল সকালের লক্ষ্যে একটি--

কেবলমাত্র একটি কবিতা পঙক্তির উচ্চারণ যেন তাঁর কবিতা।

শুধু বিপ্লব বিষয়ক আত্মসমালোচনা নয়। দেশের মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার স্বপ্ন, ও স্বাদ, আকাঙ্খা ও যোগ্যতা দ্বিচারিতার অনেক ছবি কাব্য ভাষায় অম্লমধুর হয়ে উঠে--কোথায় লেগে থাকে মুখে হাসি চোখে জলের অসঙ্গতি। রাজনীতিতে জীবন নষ্ট হয় প্রাপ্তি হয় না অথচ বাজারে 'দামের তাতে যেই পোড়ে হাত' অমনি তাঁরা বলেন--'সব ব্যাটা চোর দ্যাশে, সবাই হ ারাম! সূর্য সেন নাই দ্যাশে, নাই ক্ষুদিরাম?' আর যে বিপ্লবী কারখানা গেটের শ্রমিক সংগ্রামের আগুনে যাঁর আবির্ভাব সেই সংগ্রাম, মানবতার শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে তার সংঘর্ষ, অশেষ অত্যাচার, সংশপ্তক সেনাদের ত্যাগ--ত াদের উথাল পাথাল সমুদ্র জীবনের বহু বিচিত্র তরঙ্গ বিভঙ্গের কথকতায় পূর্ণ তাঁর কবিতা। শাসনের ভ্রুকুটি আর শো ষিতের তুড়ি মারার দিনলিপি যেন। স্লোগান হয়তোবা--তবু জীবন সত্যের উষ্ণতা, হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে উচ্চা রিত বলে, সত্যের দর্পে সিক্ত যুদ্ধের আগুনে তপ্ত বলে, ইতিহাসের গর্ভে লালিত বলে--কেমন অকৃত্রিম, কত আত্মীয়ের মত উচ্চারিত হয় সেসব পঙক্তি, কত মৃত্যু, কত হত্যা, কত আত্মত্যাগ! তারই মাঝে মুক্ত স্বদেশের স্বপ্ন এবং পথ চলা। আজ তা যত আবেগের ফানুস মনে হোক--সেদিন তা ছিল একান্তই বাস্তব। তাই শহীদ কম্‌রেড বাবুলাল বিশ্বকর্মার 'হাতের র াইফেল আজ সহস্র রাইফেলে রূপান্তরিত হয়েছে,/তোমার হাতের লাল বই/মুক্তির বার্তা নিয়ে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ম ানুষের হাতে/ লালে লাল হয়ে পৌঁছে গেছে!' বিপ্লবীরা শহীদ হয় আর দিয়ে যায় 'আত্মোৎসর্গের প্রেরণা'। অমৃতের পুত্রদের ডেকে কবি তাই জানিয়ে দেন-'আমাদের কৃষ্ণমুর্তিরা মাথা উঁচু করে হাসতে হাসতে মরেছে।'আর বিপ্লবীর গ্রেপ্ত ারের সংবাদে তাঁর মনে হয়'আমার কমরেড আছে আমাদের বুকে মশাল জ্বালিয়ে।' কখনো কখনো কবিতার পঙক্তিগুলি যেন মুক্তি যুদ্ধে গোরিলাদের দিনলিপি-

গতকাল রাতে আমরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছিলাম,
গতকাল রাতে আমরা স্বদেশ প্রেমের রক্তে হোলি খেলেছিলাম,
আমাদের মুক্তভূমিতে শত্রুর পদশব্দ শুনতে পেয়েই
গর্জন করে উঠেছিল আমাদের হাতের রাইফেল,
বর্ষার ফলকে লেগেছিল মুক্তি যুদ্ধের দোলা,
(সীমান্তের পাহাড়ী গ্রাম থেকে তোমাকে ঃ থানা গারদ থেকে মাকে)

কিন্তু সেদিন শুধু মুক্তি যোদ্ধাদের রাইফেলই গর্জন করে নি। রাষ্ট্রশক্তির হায়েনারা প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। ভ ারত হয়ে উঠেছিল মৃত্যু উপত্যকা। সে ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। সেই অত্যাচার কবিসত্তাকে পঙ্গু করেনা, কেননা, সংগ্রামের প্রতি ভালোবাসা অটুট। মুক্তির স্বপ্নে তাঁর কোন খাদ নেই। হত্যার নির্যাতনের পঙক্তিগুলি তাই এমন নিরাসক্ত নিরপেক্ষ উচ্চারণে জীবন্ত হয়ে উঠে-

থানা গারদের অহিংসার প্রেমে ওরা উৎপাটিত করেছে
আমার দু'হাতের প্রতিটি নখ, আঙুলগুলোকে বিষাক্ত করেছে
রাইফেলের কুঁদোয় থেঁতলে থেঁত্‌লে।
(থানা গারদ থেকে মাকে ঃ ঐ)

এগুলি যে ইতিহাসের সংবাদ বা নিছক বিবৃতি হয়নি তার কারণ কবির একাত্মতা, সে অনুভব কবি হৃদয়ের কাতরোক্তি। ত াই 'নিজের রক্তের স্বাদ জিব দিয়ে চেটে/আমি পেয়ে গেলাম প্রতিরোধের উদ্দাম ইশারা!' আর মা'কে সম্বোধন, মায়ের অ নাজ কাটা, বারান্দায় ঘোরাফেরা করা ঠ্যাং খোঁড়া শালিক, প্রভৃতির অনুসঙ্গ--বিপ্লবী সন্তানের প্রতি জননীর ব্যাকুল নিচচার সজ্জল স্নেহসিক্ত কোমল হৃদয় ও প্রশ্রয়কে কবিতায় এমন ভাবে সঞ্চার করে দিয়েছে যে জীবন প্রীতির অভিব্যক্তিতে তা অনবদ্য।

কিন্তু শুধু সংগ্রাম-স্বপ্ন-গণতন্ত্রের হিংস্র দাঁত নখ নয়--সৃজন সেনের কবিতার সিংহ ভাগ জুড়ে থাকে আত্মসমালোচনাও। যে কর্মপদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল সেদিন তার ভ্রান্তি, অপূর্ণতা এমন স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে, আত্মসমালোচনায় নিজেকে শুদ্ধ করতে এমন করে প্রয়াসী হননি নকশাল আন্দোলনের আর কোন কবি। যে কবির মনে হয়েছিল ১৯৭১-এ 'বন্দুকের বদলে

বন্দুক ধারণ করে/শোষিতের রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়েআনতে /প্রতিটি বুকে আজ ফুসে উঠেছে সূর্য প্রতিজ্ঞা'--সময়ের পরীক্ষা ওফলশ্রুতির পর তাঁর কবিসত্তার উপলব্ধি বদ্‌লে যায়--এবং ছেলেটা সেই অসম্ভব যন্ত্রণায় পুলিশ ফাঁড়ির গায়ে ছুঁড়ে আসে বোমা,/রাত্রিতে বিপ্লব এসে/জাগিয়ে বল্লো তাকে ঃ/হে বন্ধু বিদায়!' কবিজানান 'এ পথ নয়কো পথ, পথ আছে লক্ষ জোড়া হাতের শাসনে!' আরও পরে কবি ঘোষণা করেন--'কোন কবিতা লিখব আমি--/বদলা নেবার কবিতা/না/দিন বদলের কবিতা?' এ যেমন বাস্তব মাটি থেকে উঠে আসা প্রশ্ন ও সত্য--তেমনি এ আলাপ হয়তো সেদিনের কবির সাথে আজকের কবিরও।সভায়, সাংস্কৃতিক কর্মীদের মজলিসে সারাদিন স্বৈরতন্ত্রের বিদ্ধে বক্তৃতা করেন, রাত্রে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর উপর তিনি হয়ে ওঠেন খড়গহস্ত। কখনও মধ্যবিত্ত বিপ্লবী তত্ত্বে সময় অপচয় করে, কেউ খতমের খেলা খেলে মুখে নিয়ে মাও নাম। কখনো কবির সে সব দেখতে দেখতে মনে হয়--'বিপ্লব-অভ্যাস?/আত্মার সুখ?'

কবিতায় তত্ত্বকথার অবকাশ নেই। তবু জীবনকে আরও সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে একটা দর্শন চাই--চাই দর্শনের বাস্তবায়ন। কিছু কবিতায় বাম'ও ডানের ভালোমন্দের এমন দ্বন্দ্ব কবিকেও দীর্ণ করে। অবশ্য কখনো পরিবর্তনের প্রতি বিমুখ করে না তাঁকে। সেদিনের আগুনে কত কবির জন্ম হয়েছিল--আগুনের তাত সরে যেতে তাঁরাও পথ পরিবর্তন করেছেন।তঁাদের কবিতা ভিন্ন মত ও পথে, ভিন্ন অবয়বে। ভিন্ন আড্ডাও পাঠকের কণা ভিক্ষা করে। সময়ের আবর্তনে সৃজন সেনের কবিতা রীতিমত বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু অটুট আছে দিন বদলের স্বপ্ন ও স্বাদের প্রতি তাঁর প্রশ্নহীন আনুগত্য। যা কিছু দ্বন্দ্ব তা কেবল মত ও পথের। বাম জমানায়--রাজার বাড়ীর আদর আপ্যায়নে বাংলার কবিরা সুখে আছেন। নিজ প্রদেশে ঘটে চলা অজস্র ব্যভিচার ও অত্যাচারে তাঁরা অন্ধ। সৃজন সেনের এখানেই স্বাতন্ত্র যে তাঁর লেখনী জাগ্রত প্রহরীর মতো মনুষ্যত্বের অবমাননায় চির প্রতিবাদী। অবশ্য তার বক্তব্য পৃথক এবং সেটাই স্বাভাবিক। সেটাই কবির সচলতা প্রমাণ করে। সত্তরে যে উত্তাপ, যে উচ্চ কণ্ঠ, আবেগের যে তীব্রতা, স্বপ্নের যে উচ্চতা, সংগ্রামের উথাল পাথাল দিন--কবিতার যে রূপ নির্মাণ করেছিল--আজ তার কিছু অবশিষ্ট নেই। শাসক শ্রেণী সুচতুর মায়ায় তার সবটুকু ধবংস করেছে। কবির কবিতার ভাষা, সুর ও মেজাজতাই একই জায়গায় বদ্ধ থাকলে তাস্পর্শ করতে অপারগ হতো আজকের পাঠককে। সৃজন সেনের কবিতা তাই পথ খুঁজে নেয় তীব্র শ্লেষে, ব্যঙ্গে,পরোক্ষ হয় আত্রমণাত্মক সুর। তীব্র রাজনীতি ও সমাজনীতি পূর্ণ এমন ব্যঙ্গ কবিতা সাহিত্য ধারায় এক অভিনব সংযোজন সন্দেহ নেই। ১৯৯৪ সালে 'স্মৃতি বিস্মৃতির কবিতা'-তে তাই রক্তের দাগ লেগে থাকে, বহমান থাকে সেদিনের ঘটনাবলি কিন্তু মূল্যায়ন চলে আসে আজকের। সফ্‌দার হাস্‌মির আত্মত্যাগ তাই 'বাম'দের চেয়ার দখলের উপকরণ হয়ে উঠে। তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে মেকি সমাজবাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়, আর কবি বলেন--'গণতন্ত্রে রাজা প্রজা সবাই সমান সমান/প্রজা থাকবে নিরস্ত্র আর রাজার হাতে কামান।' কবি দেখেন ব্যবসায়িক স্বার্থে কারা লেনিনের মূর্তি বানিয়ে পুজো করেন। ১৯৯৩ এ রাশিয়া তাই--'স্বাধীনতা আছে তাই খাটবার মজুরের/শোষনের ও স্বাধীনতা/আছে যত হুজুরের।' 'উলট পুরাণ' কবিতায় তাই ভণ্ড বামেদের ভোট ভণ্ডামি ধরা পড়ে। 'বন্ধু সরকার' কিভাবে কার বন্ধু ও শত্রু হয়ে যায় তার সত্য উন্মোচিত হয়--

কারখানা-কল আর অফিসে
শ্রেণী সংগ্রাম তফাৎ যাও,
শ্রমিকরা সব বাছুর হয়ে
' লাল' গোমাতার দুগ্ধ খাও!
(বন্ধু সরকার ঃ স্মৃতি বিস্মৃতির কবিতা)

এদেশের তথাকথিত বামপন্থীরা — যারা গরীবের বন্ধুর মুখোশ পরে প্রতিনিয়ত গরীবের জীবন ধারণের, স্বাধীনতাসুখ ও স্বপ্নের পদক্ষেপকে কৌশলে অথবা অস্ত্রাঘাতে নির্মূল করছে — আজ বাংলার সেই ভ্রষ্টাচারের বিদ্ধে বাংলার গর্বের কবির সাহিত্যিকদের লেখনী অন্তত সুচতুরভাবে নীরব। এই অবস্থায় একজন কবির যা দায়িত্ব — সৃজনসেন তাই পালন করে যান — একা একা যেন বা কিছুটা। 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু', 'ভয়ভক্তি', বন্ধ -১, বন্ধ-২,ভোটকাব্য, দেবতা, ছুটি, পণ্যব্রতের পাঁচালী, রাইফেল, আলোকিত দিনের প্রতীক্ষায়, কথোপকথন, প্রভৃতি বর্তমান কালের প্রায় সব কবিতায় এবং 'হূল' এর ছড়াগুলিতে — এই দায়িত্বশীলতা, সচেতনতা এবং সততার পরিচয়রয়েছে। এগুলির বক্তব্য যেমন গূঢ় তেমনি ভাষা তীব্র বিদ্রুপপূর্ণ, শ্লেষাত্মক, ব্যাঞ্জনাধর্মী। আত্রমণ ও পরোক্ষ আঘাতে কবিতার অনুরনন দীর্ঘস্থায়ী।

এতসব স্বত্তেও এক একক কবিসত্তা একান্ত বিষাদ গূঢ় বেদনা কবির অন্তরে বহমান থাকে। কেননা, এ পৃথিবীর বিষাদ, অনেক দ্বন্দ্ব জটিলতা অপূর্ণতা ব্যর্থতার সব হলাহল কবিকেও পান করতে হয়। সজ্ঞান সচেতন, সংবেদনশীল ও স্পর্শক াতর কবি হৃদয়-যন্ত্রণা কাতর হতে বাধ্য। সংশয় নেই--কবির এই একান্ত বিষাদ বিষণ্ণতা--বিচ্ছিন্ন অক্ষম অসামাজিক অতৃপ্ত মানুষের বিষাদ-বিলাস নয়, নয় আত্মরতির বিলাপ। এই বিষাদও সামাজিক সমস্যাজাত, তা কেবলকবির বিচিত্র অনুভবের একাংশ মাত্র। যে কবির ছোট্‌দি কবিকে শিবঠাকুরের বরে রাজা হবার শুভকামনা জানিয়েছিল, তিনি রাজা না হয়ে হ'লেন 'শোষক রাজের অবসানের বিপ্লবী, বিদ্রোহী।'কিন্তু অনবসিতসেই রাজত্বে ব্যর্থ বিপ্লবীর চারপাশে রয়ে গেল--'মদ্যপ স্বামীর হাতে নৃশংস অত্যাচার সয়েও' কবির সামনে না কাঁদাঅতসীদিরা,ক্ষুধার্ত ছেলেকে মাটিতে আছড়ে মেরে ফেলার পর পাগল হয়ে যাওয়া বড় বৌদিরা, রয়ে গেল বেকার গোপাল আত্মহত্যা করলে ট্রেনের তলায় মাথা দেওয়া গোপালের মা-রা। অথচ কবির যে বাসনা ছিল তাদের হাসিকে চিরোজ্জ্বল দেখার, দেখার তাদের ঘরের আঙিনায় ম াধবী লতার দোলা। কবি লক্ষ্য করেন--চতুর্দিকে দুপুর আর খরার দেশে বাজে মরীচিকার নূপুর। থাকে জল নয়, পলের ব্যাখ্যা। আর মুক্ত স্বদেশের পরিবর্তে অন্ধকার কারাগারের পৃথিবীতে কেবলই বিকলাঙ্গ ক্রীতদাস, মানুষ বাঁচে নেড়ী কুত্তার মত অন্ধকার কোণে। মন্ত্রীরা এদেশে ঠগ্‌ কবিরা এদেশে আজ বেশ্যার সমান, 'এ দেশের 'কমিউনিস্ট' ভোট মঞ্চে চড়ে দ াগে বিকট কামান/এদেশে সাংবাদিক দু'পেগের বেনেমেয়ে খেটে যায় ভাড়া।'

তবু কবি জানেন--'ইচ্ছে নিয়ে বিলাস করার সময় এখন অস্তগত'। তাই মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি রাখেন উদাত্ত কণ্ঠে জীবনের গান। মেঘ জমবে অকাল বৈশাখে, সে তাণ্ডবে উড়ে যাবে মৃত্যু শোক লজ্জা অপমান, 'আবার ফুটবে ফুল মৃতপ্রায় বৃক্ষদের প্রতি শাখে শাখে!' এ উচ্চারণ ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২-এর। আজকের পৃথিবীতে যখন কেবলই স্বপ্নহীনতা ও সংগ্রামহীনতাই সত্য তখনো দৃপ্ত ঋিাসে কবি হৃদয় উচ্চারণ করে--'ঋি ইতিহাস সৃষ্টির চালক শক্তিযাঁরা/ সে বীর জনগণকে যারা উপহাস্য ভাবে। জনগণের পদাঘাতে দিন আসছে, তারা/ইতিহাসের পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে।' এ উচ্চারণ যান্ত্রিক নয়, ইতিহাস সচেতন কবির, মানুষের কবির হৃদয় সঞ্জাত।

এ প্রসঙ্গে সৃজন সেনের প্রেমচেতনার ব্যাপ্তির এবং সেই বিষয়ক অসংখ্য ও বিচিত্র কবিতাগুলির পৃথক আলোচনারপ্রয়ে াজন। তাঁর বিপ্লবী প্রতিবাদী চেতনার কবিতার ভাষা ও ভাবনা রূপ ও নিক্ষেপের মেজাজ ও স্বরের দুটি আলাদা অধ্যায় আমরা দেখছি--একটি বিপ্লবকালীন সময়ে অপরটি অপেক্ষাকৃত পরিবর্তিত কালে। কিন্তু প্রেমের কবিতাগুলির এই বিবর্তন নেই। কেননা প্রথম থেকেই তা বহুমাত্রিক ও বহুব্যাপকতায় পূর্ণ। যেটা প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যতা হল--এই প্রেম কবির ব্যক্তি হৃদয় থেকে রণাঙ্গন, ওষ্ঠ থেকে গোষ্ঠ, ব্যক্তিগত অতৃপ্তি থেকে প্রেমময় পৃথিবীর অপূর্ণতার অতৃপ্তি, সখি সত্তা থেকে কমরেড অথবা সহযোদ্ধার বিবিধ প্রক্রিয়ায় পথ চলায়--বিপ্লব, দৈনন্দিন জীবন যাপন, একান্ত চুম্বন, রণ--সর্বত্র এমন নির্দ্বন্দ্ব--সহজ সাবলীল ভাবে ব্যক্ত যে তারা উদারতাই শুধু নয়বৃহৎ ভাবনায় ধুলিধূসরও মহৎ হয়ে ওঠে। নারী প্রেম, দেশ প্রেম, বিদ্রোহ--সব একাকার হয়ে রোম্যান্টিকতার ব্যাকুলতা সুদুরাভিসার,অব্যপনীয় অনুভবের তৃষ্ণা--এবং রোজকার পথ চলা ও কলহ খুনসুটিকে--অনায়াসে এক সূত্রে গেঁথে দিতে পারে--প্রেম ও প্রতিবাদের, রোমান্স ও পলিটিক্সের এমন সার্থক সঙ্গম--এই ধারার অন্য কোন কবির কবিতায় লক্ষ্য করা যায় না।

তাঁর প্রথম কবিতার বই (থানা গারদ থেকে মাকে)- এর প্রথম কবিতার নামই তাই 'প্রিয়তমাসু'। বোঝা যায় প্রেম বাদ দিয়ে চলতে চান না তিনি বরং তাণ্যের হৃদয়োচ্ছ্বাস দেশ ও প্রেমিক দুইকে সমানভাবে ঘিরে স্ফুরিত হয়। তবু সময়ের আহ্ব ান এলে তণ কবি প্রেমিকার আপাতবন্ধন ছেড়ে পৌঁছে যান 'সাত কিষাণীর রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডের কাছে।' যদিও কবি যৌবনের প্রথম ফাল্গুনে প্রেমিকার সঙ্গে শুনিয়েছিলেন 'ধান ক্ষেতের আল ধরে চিরকাল আমরা হাত ধরাধরি করে হাঁটবো' এবং মনে হয় 'আমাদের ভালোবাসা চিরকাল প্রভাতের মত উজ্জ্বল!' তবু যখন ধানক্ষেতের বুকে দাউ দাউ দাবানল জ্বলে উঠে, প্রেমের চলার আলে আলে রক্তের ছড়াছড়ি হয়-তখন কবির মনে হয় 'স্মৃতি মিথ্যে, প্রীতি মিথ্যে, ভালোবাসা মিথ্যে,/সত্য আজ কিষাণের হৃদপিণ্ডে জ্বলন্ত বিক্ষোভ।' তখন ঘর ছাড়তে হয় তাঁকে, ত্যাগ করতে হয়--আপাত সুখের 'মোহ'। প্রেমিকার ঘৃণা অভিমান বুকে নিয়ে তার ঘর বাঁধার স্বপ্ন সফলতার আকাঙক্ষা জানিয়ে কবি বলেন--'তোমাদের ঘরের আঙিনায় সাদা আলপনার লক্ষ্মীর পদচিহ্ন পড়ুক,' তা কবিকে উৎসাহ দেবে। আর তিনি? উদ্ধত বিপ্লবী প্রেমিকের মত উচ্চারণ করেন--'আর যদি শোন--/ শত্রুর উদ্ধত বেয়নেটের সামনে দাঁড়িয়ে /আত্মসমর্পণ না করার অপরাধে/

একটি সীসার গোলক/ এক ঝলক রক্ত ঢেলে কাউকে বিদ্ধ করেছে, / তবে মনে মনে বোলো--/একদিন তাকে তুমি ভালে বেসেছিলে!'
কিন্তু সময় বহে চলে অন্য খাতে। অভিজ্ঞতা সংহত করে আবেগকে। কর্মীপ্রেমী উপলব্ধি করেন--'আমার ভালোবাসা, তোমার ভালোবাসা আরদেশকে ভালোবাসা--/একই মালায় রঙিন ফুলের তারতম্য!'কবি উপলব্ধি করেনতাঁদের ভালোবাসা এক মানুষের জন্য, একই স্বাধীনতার জন্য।প্রেমিকার ভূমিকা এ বিষয়ে কম থাকে না--প্রেমিককে'সুখেরবাঁধনে' নয়, সে বরং পালটা প্রশ্ন করে--'তোমাদের বিপ্লবেআমাদের কি কিছুই করার নেই কম্‌রেড? ' সহকর্মী কৃষ্ণাবাঈও জানতে চায় সে কেন কবির সাথে নেই। তাই পরিণতিতে সীমান্তে পাহাড়ী গ্রাম থেকে বিরহী কবির ভিন্ন কণ্ঠউচচারিত হয় গভীর আবেগে--'এসো/তোমার হাতে রাইফেল তুলে দিতে আমরা যে উন্মুখ।'
তারপর সময়ের প্রবাহে কত উত্থান পতন--কখনও বিরহ, দূরত্ব,কখনও ব্যবধান, কখনও বহিঃআঘাতে অর্ন্তদ্বন্দ্ব। প্রেমের রেখাগুলিও সেই বিচিত্র অনুভবে সিক্ত হয়ে অপরূপ হয়ে ওঠে। কারাগারে থেকে কবির মনে পড়ে প্রেমিকার স্বপ্ন কাজল চোখ, মনে পড়ে চেতনার বনে চৈত্রের ঝড়, ত্রান্তিকালের কোকিল, অশোক ফুলের ঝাঁক। কিন্তু সবচেয়ে বড় হয়েউঠে একটাই প্রশ্ন--কবির বিহনে--'তুমি কি এখন নিজে নিজে পারো লিখতে ইস্তাহার?' একজন বিদ্রোহীকবি প্রেমিকার কাছে এর চেয়ে বেশী আর গভীর সমুদ্রের কল্পিত ধারনা বাস্তবে নেমে আসে।
এমন সরল ও একরৈখিক পথে প্রেম চলে না সর্বদা। আসে অভিমান, দ্বন্দ্ব। তবু তার প্রত্যেকটাতে অনাবিল আশ্বাস ও আস্থা। তাঁর প্রেম বড় বলেই, দেশ জাতি সংগ্রামের সাথে একাত্ম বলেই সেখানে এত ঠাঁই।অভিমানের বাক্স নিয়েপাড়ি দিয়েও স্মৃতির ফুলেদের নড়াচড়া কবিকে আবার ফিরিয়ে আনে প্রদীপ আর শীতল পিঁড়ির কাছে--কত সাদরে যে তা প্রতীক্ষায় থাকে। কত আবেগে আর উষ্ণতায়। কুলঙ্গিতে পোড়া হৃদয় তুলে দিয়েও আবার প্রেমিকার স্পর্শে জেগে উঠতে হয় তাঁকে। তখন বাইরে ঝড়,সামনে রক্ত নিশান, তাই কবির জিজ্ঞাসা--'হাত কি হবে সকল হাতের পরম নির্ভর? অথবা--'তুমি না সে, যার একদিন যুদ্ধে যাবার সাধ ছিল?'প্রেম থেকে অপ্রেম কে বাদ দেওয়া যায় না। প্রজাপতির আগে থাকে শুঁয়োপোকা। যথার্থ প্রেমের পৌঁছানোর আগে থাকে অনেক কষ্টকর যাত্রাপথ। প্রেমের শক্তি আছে, তাই প্রেমিকার নতুন রাধা হয়ে ওঠা, হয়ে ওঠা কংস বধের সাথী। তাই প্রেমিকাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন কবি--'শুধু যদি ছায়া চাস,তোকে কিন্তু বার বার যেতে হবে ফেরে,/চাইলে রোদ্দুর তুই, এক্ষুনি দেব আমি, আমার আপাত ক্ষ হৃদয়টা চিরে।' এই দূরও নিকট, ভালো মন্দ, চাওয়া পাওয়ার অসমতা অসামঞ্জস্য বার বার ফিরে আসে তাঁর প্রেমের কবিতায়। আলো ও আঁধারের এই ছায়া--আজকের সমাজের কঠিন বাস্তবতায় যেমন হৃদয় দ্বন্দ্বেও সত্য। তাই 'পাহাড়মনে ফেরাই তোকে ঝর্ণা মনে ডাকি/ফেরানো আর কাছে টানা, কোনটা নয় ফাঁকি।' এবং ঘৃণা ও ভালোবাসার দ্বৈত অনুভব, প্রেম ও দেশ প্রেমের একাধারে--'প্রেমিক তুমি বলবে আমায় দেশপ্রেমিক বিনা' সেই--ছোটবৃত্ত থেকে বড় বৃত্তে যাওয়া--কেবলই যাওয়ার--প্রক্রিয়া হয়ে উঠে। কেননা একমাত্র বিপ্লবে খাঁটি প্রেমের পরীক্ষা এবং বিপ্লবোত্তর সুন্দর পৃথিবীতে প্রেমের যথার্থ বিকাশ, প্রেমিক প্রেমিকার যথার্থ আনন্দ আস্বাদন সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে--'সবার দুঃখ দূর না হলে পরে/আনন্দ তার আপনারই ভার বহিবে কেমন করে !' তাই আজ প্রেম মানে সেই পৃথিবী সৃষ্টির সংগ্রাম শুধু--কবিও তাই বলেন--'তোমার অঙ্গের রাগে, সৃষ্টির লাবণ্য রাগে/মাখাক সবুজ রঙ/আমার পরাগ,/শস্যের শ্রমের আর সম্পদের পৃথিবীকে/ আমাদের পলি মিশে/কক সজাগ।' আপাততঃ প্রেম নেই, আছে শুধু যুদ্ধ আর অন্বেষণ। তাই কবি প্রতীকী অর্থে উচচারণ করেন--'মনে পড়ে প্রিয়তমা কবে শেষ হয়েছিল আমাদের দেখা?' তারপর স্মৃতি--মুক্তি যুদ্ধ--ঊনঘাটে ডালহৌসি, ছেষট্টিতে কোন সভায় পাহাড়ে ঝঞ্ঝা রাতে। সেসব স্মৃতি আজ। কিন্তু সেই মুক্ত পৃথিবী না এলে প্রেম ও প্রেমিকার কারোর মুক্তি নেই। তাই আদর্শ বিপ্লবী প্রেমিক আবার কোমর বাঁধেন, খোঁজেন লক্ষ হাত--'আবার ভাসাতে নৌকা আগামী উজানে'--। এবং কবির বিশ্বাস ঃ--
জন্মভূমি ভারতবর্ষ উঠবে তাতা থৈ নেচে, শ্রমের শস্যের আর স্বাধীনতা গানে!------
আমার হৃদয়ে আজও তোমার ঠিকানা খোঁজে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিদের ঘিরে।
অনেক বলার কথা বুকের নিবিড় ভাঁজে হয়ে আছে জমা,
বলতে সেসব কথা

অত্যন্ত অস্থির আমি ও গো প্রিয়তমা,
জানি না কবে কি জানি ফের দেখা হবে,
তবে এইটুকু জানি, তুমি ঠিক আসবেই, দেশব্যাপী মুক্তির আনন্দে উৎসবে,
দেখবে সেদিন আমি তোমাকে সে ভিড় থেকে ঠিক খুঁজে নেবো,
প্রতীক্ষা কলসে জমা আমার যা ভালোবাসা তোমাকে নিবিড়ে ডেকে সব ঢেলে দেবো,
(দূরের চিঠি ঃ থানা গারদ থেকে মাকে)

এই 'সেদিন' নিঃসন্দেহে বিপ্লবোত্তর সেই পৃথিবী--যেদিন মানুষ দারিদ্র ভয় থেকে মুক্ত। মুক্ত পৃথিবীতে মুক্ত প্রেম। এই বক্তব্য অন্তত প্রতীকী, ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। 'প্রিয়তমাসু' (১৯৬৭) থেকে 'দূরের চিঠি' (১৯৮৩)-একইবই এর প্রথম ও শেষ এই দুটি কবিতা সৃজন সেন-এর প্রেম চেতনার একটি পূর্ণ বলয়। একজন সংঘামী মুক্তিকামী বিপ্লবী কবির ২০ বছর নয়, কুড়ি সহস্র বছরের পথ পরিক্রমার--যুদ্ধ-ব্যর্থতা-জটিলতা-প্রথম স্বপ্ন-এবং বহু পরিক্রমার শেষে আবার প্রেম ও প্রেমিকার কাছে ফিরে আসা। যৌবনের প্রথম আবেগ থেকে গাঢ় চেতনায়, অভিজ্ঞতায় প্রেমমুক্তির স্বপ্নে চিরচলিষ্ণু যোদ্ধার সবটুকু আবেগ বিশ্বাস, স্বপ্ন ও প্রেম--এখানে স্তব্ধ হয়ে আছে।

সৃজন সেনের-এর 'গোপন লিরিক' ও অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের বলে গাঢ় সংক্ষিপ্ত সংহত বক্তব্যে অনেক ব্যঞ্জনাধর্মী। প্রেমচেতনার মূল সুরে খুব পরিবর্তন হয় নি খোনে। তবু সে দিনের অননুভূত অনেক দিক এখানে উচ্ছ্বাসিত। লক্ষ্যণীয় যে, এই লিরিক গোপন হয়েও সমাজচেতাকে ত্যাগ করেনি বরং তা আরও বিস্তৃত। অবশ্য সামাজিক বিপ্লবী প্রেমিক কবির এই গোপনতা অথবা সমাজ বিচিছন্নতার কল্পনা এক অর্থে অলীক। এ কবিতার অবয়ব সংক্ষিপ্ত। এক একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ফুল--যা মালাতে বিধৃত। আরও যেটা বলার--তা হল, প্রেমের সাধারণ অনুভূতি থেকে বৃহৎ কর্মযজ্ঞের পর্যটন সবই এতে আছে। একেবারে প্রথম কাবতায়--'তোমায় ছেড়ে চলে যাওয়ায়/আর কি তোমার সাধ্য আছে?/আমি কি নই অঙ্কুরিত জল পেয়ে আজ তোমার কাছে?'নিশ্চয়ই সার্বিক। কিন্তু তারপরেই বলা ভালো অব্যবহিত পরেই--'বিপ্লব বা তোমার সাথে/হলে বিচেছদ,/কি বা আসে যায় যদি/হয়ও শিরচ্ছেদ?' বোঝা যায় এ সেই কবি, প্রেম আর দেশপ্রেম যাঁর কাছে একাকার। যাঁর ব্যক্তিসুখের পূর্ণতা কেবল সমষ্টি সামগ্রিক সুখে। তাই প্রেমিকের হৃদয়ে তাঁর বেঁচে থাকার কামনা শুধু স্মৃতি হয়ে নয়, সংগ্রামের স্মৃতি হয়ে। কবি প্রেমের আধার ও কবি চেতনা তথা জীবন চেতনার সংস্পর্শে কেবল বড় হয়ে উঠতে থাকে। বোঝা যায়, প্রেম মহৎ হয় সংগ্রামে ওপ্রতিবাদে। সেই প্রেমিকা কত বড় শক্তি তাও বোঝা যায়-কবির উৎকণ্ঠায়--'তোমার বিষণ্ণ মুখ/দেখলে মনে হয়--/ এবার আমার অনিবার্য/পরাজয়।' এ হেন প্রেমিকার কাছে কবি নিশ্চিন্তে রাখতে পারে তাঁর শপথ--'যদি দেখো কোনদিন/হয়ে গেছি আমি এক/মূঢ় পলাতক,/রাখো এই পিস্তল,/রাখো এই কার্তুজ,/তোমাকে হতেই হবে/আমার ঘাতক।' এখানেও প্রেম কবির ঘুম ভাঙানিয়া, দুখজাগানিয়া, চারিয়ে দেওয়া চরৈবেতির চারা। এখানেও প্রেম পরম নির্ভর, শৃঙ্খল ভাঙ্গার দুঃসাহসিক ডাক। এখানেও প্রেম সৎ উদার এবং সামগ্রিক। 'ও মেয়ে তুই জানিস কারে/করলিস্বয়ম্বর?/বল্লে ঃ জানি যে পেতেছে/ভুবন জোড়া ঘর।' কিংবা 'তোমাকে দেখবো বলে/ইচেছ বড় জাগে,/দেখা করাচাই কাল/মিছিলের আগে।' এবং আবারও কেবল ভিন্ন সুরে ভিন্ন আঙ্গিকে কবি প্রেমিকার কাছে একই বার্তা পৌঁছেদেয়--'পেতে হলে জীবনের সুনির্মল সুখ,/ সারাতে হবেই আগে/পৃথিবীর যতকিছু ক্ষতের অসুখ।'

সৃজন সেন পণ্ডিত কবি নন। শব্দ নিয়ে বিলাস-কেলি করেন না তিনি। রহস্যময় শব্দ ও বক্তব্যের ভার ও জটিলতারকবিতা পাঠকে--হৃদয় সংবেদ্য থেকে মস্তিষ্ক চর্চার ব্যায়ামে নিয়ে যান না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাবেষক অধ্যাপকদের মত কাব্যে কাকলা সন্ধান করতে সবাই কবিতা পড়ে না। কবিতার মানুষ তার হাসি কান্নাকে দেখতে চায়-নিজের নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে অব্যক্ত বেদনা ও ভালোবাসা স্ফুটন দেখে আশান্বিত হ'তে যায়। বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি খুঁজতে যায়। সৃজন সেন তাঁদের কবি। 'থানা গারদ থেকে মাকে' বইটির চতুর্থ সংস্করণ সে কথাই প্রমাণ করে। কবিতাকে যাঁরা বৃত্ত ভেবে সাধারণের জন্য নিয়ে যেতে চনে--সৃজন সেন সেই কবি। আমাদের হতভাগ্য সাধারণ অ-পণ্ডিত হৃদয়বান সংগ্রামী মানুষের দেশে এমন অপণ্ডিত কবিই চাই আমরা। সে তিনি যেমনই বসুন-'কবিতা নয় অনেগুলি তবুও আমি কবি।' প্রথমাংশ নয়, সৃজন সেনের পাঠকরা তাঁর এই পঙক্তির দ্বিতীয়াংশের দীপ্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানায়।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com